بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই'-এর উনিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ থেকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জাতিগঠনেও গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ স্বাধীনতার সাথে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি অবিচল থেকে চ্যানেল আইসহ সকল গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে। সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদকর্মীগণ তাঁদের মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখবেন– এটাই সকলের প্রত্যাশা।

'চ্যানেল আই' প্রতিষ্ঠার পর হতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে 'চ্যানেল আই'-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। দেশপ্রেম ও বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে 'চ্যানেল আই' অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবে– এ প্রত্যাশা রইল।

আমি 'চ্যানেল আই'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বেসরকারি টিভি চ্যানেল আই-এর উনিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এর উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের সরকার মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। যা ছিল গণমাধ্যমের বিকাশে এক স্বর্ণালী অধ্যায়।

এই সরকার গণমাধ্যমবান্ধব সরকার। আমরা দেশে সর্বপ্রথম জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালাসহ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ৪৬টি টেলিভিশন, ২২টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছি। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে আমরা বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেছি। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছি। আমরা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনের আওতায় ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা প্রণয়ন করেছি। আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আমার প্রত্যাশা চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, দায়িত্বশীলতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর উনিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ১৮ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৯ বছরে পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই এর উৎকর্ষ সাফল্য অক্ষুণ্ণ থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু, এমপি

'হৃদয়ে বাংলাদেশ' এক অনবদ্য অঙ্গীকার

আবুল মাল আবদুল মুহিত

অবাক হচ্ছি এরই মধ্যে আঠারো বছর পেরিয়ে এসেছে চ্যানেল আই। আমাদের দেশে টেলিভিশন খাতের যে উন্নয়ন তা চ্যানেল আইকে দেখেই অনুমান করা যায়। এই উপমহাদেশে প্রথম টেলিভিশন শুরু হয় বাংলাদেশে। আমার বন্ধু জামিল চৌধুরী ১৯৬৪ সালে ঢাকায় টেলিভিশন স্থাপনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তখন টেলিভিশন ভারতেও নেই, পাকিস্তানেও নেই। টেলিভিশনের সব অনুষ্ঠান হতো ডিআইটির অত্যন্ত উত্তপ্ত একটি কামরা থেকে। আমার এই উত্তপ্ত কামরার কথাটি মনে আছে এই জন্যে যে, আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম সেখানে। সেই সাক্ষাৎকারের সময় আমার সারাটা কপাল জুড়ে ঝরঝর করে ঘাম পড়ছিল। আমি কিছুক্ষণ পরপরই সেটা মুছছিলাম। খুবই মনে আছে। এটি আসলে এই ভূমিতে টেলিভিশনের ইতিহাস। তার বহু বছর পর নব্বইয়ের দশকে এদেশে প্রাইভেট টেলিভিশন শুরু হলো। তখন ঢাকায় স্টুডিওতে অনুষ্ঠান তৈরি করে সেটা সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে সেখান থেকে যন্ত্রস্থ করে তা ক্যাবলের মাধ্যমে দেখানো হতো। ১৯৯৯ সালে চ্যানেল আই এর শুরুটা এভাবেই। অনুষ্ঠান সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে তা সম্প্রচারের এই কাজটি কয়েক বছর চ্যানেল আইকে করতে হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যে, দেশের দর্শক কখনোই বোঝেনি অনুষ্ঠানটি কোথা থেকে কীভাবে সম্প্রচার হচ্ছে। সেসময় থেকেই আমি চ্যানেল আই এর কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করি। চ্যানেল আই এর যে বিবর্তন, তা আমি যেসব অনুষ্ঠান করেছি তা থেকেও কিছু উপস্থাপন করতে পারি। যেমন চ্যানেল আই, 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' শ্লোগান নিয়ে তাদের পথচলা শুরু। একটা সময় ছিল যখন 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' বিষয়টি ততটা সরকারি কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হতো না। তখন চ্যানেল আই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা পালন করে। দেশের বিভিন্ন জায়গা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র এসব তুলে ধরার অনুষ্ঠান শুরু করে চ্যানেল আই। আমি এমন একটি অনুষ্ঠানে একাধিকবার অংশগ্রহণও করেছি। তবে যেটি সবচেয়ে বেশি আমার মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চ্যানেল আই-এর অনন্য কার্যক্রম। যখন মুক্তিযুদ্ধ দেশে প্রাধান্য পাচ্ছে না তখন প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুষ্ঠান করছে চ্যানেল আই। এটি ছিল এক অনবদ্য ও সময়োপযোগী কাজ। এই অনুষ্ঠানে আমি ছয়-সাতটি পর্বে অংশ নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি বিদেশে ছিলাম। বিদেশের কাগজে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব লেখালেখি প্রকাশিত হয় তার বড় একটি সংগ্রহ আমার কাছে ছিল। তার ভিত্তিতেই আমি টেলিভিশনে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জাতীয় টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশনে যতটা না কথা বলেছি তার চেয়ে কয়েক'শ গুণ বেশি কথা বলেছি চ্যানেল আইতে। অন্যান্য টেলিভিশনে আমার অংশগ্রহণ যোগ করলেও চ্যানেল আই এর সমান হবে না। চ্যানেল আই এর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আমার প্রথম থেকেই চেনাজানা ও সখ্য রয়েছে। অনেক আগে থেকেই আমি ফরিদুর রেজা সাগরকে চিনি। শাইখ সিরাজ কত বছর ধরে আমার ইন্টারভিউ করছেন তার হিসাবও আমার কাছে নেই। আমি বারবার চ্যানেল আইতে এসেছি। তাদের পর্দায় এসেছি। এর থেকে দর্শক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন এই চ্যানেলটির প্রতি আমার অন্যরকমের একটি ভালোবাসা বরাবরই রয়েছে। এই ভালোবাসার বড় কারণ যেটি সেটি হচ্ছে শ্লোগান 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'। হৃদয়ে যদি বাংলাদেশ থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে কোনোভাবে কোনো সময়ে অবহেলা করা সম্ভব নয়। সুযোগ না থাকলেও দেশপ্রেমে জাগ্রত করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে চ্যানেল আই একেকটি উদ্যোগ নিয়েছে। 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' এর অঙ্গীকার পূরণ করেছে। এটি অনেক বড় দায়িত্ব। এর মধ্যেই রয়েছে দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম। এই দায়বদ্ধতার কারণেই চ্যানেল আই বিশেষভাবে অভিনন্দন পাবার দাবি রাখে।

অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

চ্যানেল আই এর উনিশ : পথচলার সাফল্য

সাবির মুস্তাফা

পহেলা অক্টোবর চ্যানেল আই সম্প্রচারের ১৮ বছর পূর্ণ করে ১৯তম বছরে পদার্পণ করছে। এই দিনে চ্যানেল আই-এর সাংবাদিক, প্রযোজক-উপস্থাপক, পরিচালক, শুটিং এবং এডিটিং ক্রুসহ সম্প্রচারে সম্পৃক্ত সকলে এই অর্জনে গর্ববোধ করতে পারেন। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে ফরিদুর রেজা সাগর, শাইখ সিরাজ এবং তাদের আরও ছয় বন্ধু-সহযোগীর নেতৃত্বে নিবেদিত কর্মীরা চ্যানেলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যেমন প্রশংসা পেয়েছেন তেমন বাণিজ্যিক সাফল্যও পেয়েছেন। চ্যানেল আই-এর যাত্রা যে একেবারে সহজ হয়েছে, তা বলা ঠিক হবে না। বিশেষ করে যেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থাসহ নানা ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে। একের পর এক নতুন টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করেছে, মিডিয়া বাজারে প্রতিযোগিতা বছরে বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষিত জনবল খুঁজে পাওয়া এবং বাণিজ্যিক রেভেনিউ বৃদ্ধি করার মতো বড় চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল যেহেতু ক্যাবলের মাধ্যমে পরিবেশন করা হচ্ছিল, অবকাঠামোও তাদের জন্য একটি চিন্তার বিষয় ছিল।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের ফলে সংবাদ, বিশেষ করে রাজনৈতিক সংবাদের প্রতি দেশের মানুষের ঝোঁক বরাবরই লক্ষ করা গেছে। চ্যানেল আই যদিও প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিল, কিন্তু সম্প্রচার শুরুর দুই বছরের মাথায় তারা সংবাদ বুলেটিন শুরু করে। এই সময়ে বাংলাদেশ সরকার টেলিভিশনে সংবাদের ওপর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিটিভির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভেঙে দিয়েছিল। টেলিভিশনে সংবাদ সম্প্রচারে চ্যানেল আই বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন চ্যানেল। তবে যে অনুষ্ঠান চ্যানেল আইকে অন্যান্য চ্যানেল থেকে আলাদা করে দেয়, সেটা ছিল 'তৃতীয় মাত্রা'। এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখোমুখি নিয়ে আসে। অনেক সময় বলা হয়, বাংলাদেশিরা রাজনৈতিক সংবাদ এবং বিতর্কের প্রতি রীতিমতো আসক্ত এবং 'তৃতীয় মাত্রা' টেলিভিশনে রাজনৈতিক সংবাদ এবং মতামত প্রচারের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি দর্শকরা দেখলেন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতাদের একই টেবিলে বসে এক অপরের সাথে আলাপ, তর্ক এমনকি বিতণ্ডা করতে। তৃতীয় মাত্রার পথ অনুসরণ করে অনেক চ্যানেলেই রাজনৈতিক টক শো এখন একটি স্থায়ী এবং জনপ্রিয় স্থান করে নিয়েছে।

বছর দুয়েক আগে, বাংলাদেশে বিবিসি একটি গুণাত্মক গবেষণা চালায়, যেখানে কিছু চোখে পড়ার মতো ফল বেরিয়ে আসে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ফোকাস গ্রুপের সদস্যদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কোন জিনিসকে চ্যানেল আই-এর সাথে সম্পৃক্ত করে, তখন যে দুটি নাম শীর্ষে আসে সেগুলো ছিল শাইখ সিরাজ এবং কৃষকদের নিয়ে অনুষ্ঠান হৃদয়ে মাটি ও মানুষ। মি. সিরাজ তের বছর ধরে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক এবং উপস্থাপক। এই অনুষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কৃষকদের সাফল্যের কথা এবং কৃষিখাতের সমস্যা-সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক দর্শকদের কাছে তুলে ধরে। তবে গত ১৮ বছরে চ্যানেল আই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি বিবিসির জন্য পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, দর্শকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যানেল আই এখন বাংলাদেশের শীর্ষ চ্যানেল। আঠারো বছর আগে চ্যানেল আই ছিল দু'একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন টেলিভিশন স্টেশনের মধ্যে একটি। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্যক্তি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং গত দশ বছরে এই পরিবর্তন নতুন মাত্রা এবং গতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশে এখন ৪০টির মতো টেলিভিশন চ্যানেলকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগ ইতোমধ্যেই সম্প্রচার শুরু করেছে।

চ্যানেলগুলোর মধ্যে অন্তত সাতটি ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল, যাদের নিজস্ব প্রযোজনায় টক-শো, নিয়মিত ফিচার এবং ডকুমেন্টারি রয়েছে। প্রশিক্ষিত জনবল এবং সর্বাধুনিক সম্প্রচার ও ডিজিটাল প্রযুক্তি অধিগম্য হওয়ায় সম্প্রচারের মান উন্নত হচ্ছে। আধুনিক স্টুডিও নির্মাণ এবং কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে নতুন চ্যানেলগুলোর মধ্যে আগ্রহের অভাব নেই।

শুরু থেকেই পেশাদারিত্বের জন্য চ্যানেল আই-এর একটি সুখ্যাতি ছিল, যেটা সময়ের সাথে আরো শক্তিশালী হয়েছে। সে কারণে বিবিসি তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য চ্যানেল আইকে সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছে। চ্যানেল আই-এর সাথে বিবিসির সহযোগিতা শুরু হয় ২০০৫ সালে। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসট্রাস্ট নামে বিবিসির যে দাতব্য সংস্থা ছিল (পরবর্তীতে যার নাম বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন করা হয়), সেটা বিবিসি বাংলার সাথে যৌথভাবে 'বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপ' নামে আট পর্বের একটি আলোচনা অনুষ্ঠান তৈরি করে। ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ট্রাস্ট, চ্যানেল আই-এর সাথে অনুষ্ঠানমালা ধারণ এবং সম্প্রচার করার জন্য চুক্তি করে।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস-এর সাথে চ্যানেল আই-এর সহযোগিতা ১২ বছর ধরে চলেছে, যেটাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বলা চলে। এই সহযোগিতার পরিধি বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হবার পেছনে চ্যানেল আই-এর পরিচালকমণ্ডলী থেকে তার শুটিং ক্রু এবং অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিকতা বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিবিসি সব সময়েই চ্যানেল আই-এর সাথে তার সহযোগিতার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছিল ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে, যখন বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস-এর পরিচালক ফ্র্যান আন্সওর্থ একটি নতুন যৌথ প্রযোজনার অনুষ্ঠান নিয়ে চুক্তি সই করতে চ্যানেল আই ভবনে আসেন। সে সময়ে ফ্র্যান আন্সওর্থ চ্যানেল আই-এর ওয়েবসাইট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। পারস্পরিক সম্মান এবং একে অপরের মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বিবিসি এবং চ্যানেল আই-এর মধ্যে এই সম্পর্ক। চ্যানেল আই সবসময় নিজের আউটপুটের ওপর বিবিসির সম্পাদকীয় কর্তৃত্বকে সম্মান করেছে এবং বিবিসির কাজ সফল করতে সকল প্রকার কারিগরি এবং অবকাঠামোগত সহায়তা দিয়েছে। অন্যদিকে বিবিসি চ্যানেল আই-এর দর্শকদের প্রত্যাশা এবং চ্যানেলটি যে সমাজে সম্প্রচার করে তার সংবেদনশীলতা আমলে নিয়েই কাজ করে।

সম্পাদক, বিবিসি বাংলা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শুভেচ্ছা

চ্যানেল আই যখন প্রথম পরিকল্পনা নিল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিন উদযাপন করার তখন অনেকেই ব্যাপারটা নানাভাবে দেখার চেষ্টা করেছে। কয়েক বছর যাবার পর সবাই বুঝতে পারল চ্যানেল আই এর এই জন্মদিন পালন কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এমন অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের বয়স পঁচাত্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। চ্যানেল আই যখন তার জন্মদিন উদযাপনের জন্য ক্যামেরা নিয়ে গেছে, কেক নিয়ে গেছে তখন তিনি আবেগজড়িত হয়ে বলেছেন– আমার শেষ জন্মদিন কবে উদযাপিত হয়েছে তা মনে নেই। কিন্তু আগামী জন্মদিন উদযাপন করতে তোমরা আসবে তো?

অনেকের কথা এটাই। কিন্তু চ্যানেল আই যখন উনিশ বছরে পা দিচ্ছে তখন চ্যানেল আই আর্কাইভে সংগৃহীত রয়েছে অনেকের শেষ জন্মদিন। পরিবারের সদস্যরা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে সেই অনুষ্ঠানের সিডি চাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। ধন্যবাদ দিচ্ছেন চ্যানেল আইকে।

আবার অনেক দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব যারা খুব একটা টেলিভিশনে আসতে চান না, তিনি ফোন করে বলছেন, আমি তো টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নেইনি। কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর টেলিভিশনের পর্দায় যদি আমার কোনো স্মৃতি না থাকে তাহলে লোকজন আমাকে কীভাবে মনে রাখবে?

চ্যানেল আই মানুষের বিশ্বাসটুকু পেয়েছে। আস্থাটুকু অর্জন করেছে। মানুষকে তার সম্মান দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছে।

সেজন্যে চ্যানেল আই পরিবারের উনিশের উচ্ছ্বাস আজ পৃথিবীময় সকল বাঙালির। আনন্দের।

ফরিদুর রেজা সাগর

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের শুভেচ্ছা

সময় বড় দ্রুতগামী। পাল্টে যাচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতি। আমরা বৈশ্বিক উন্নয়নের ঠিক যে জায়গাটিতে অবস্থান করছি তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে গণমাধ্যম আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী গত এক'শ বছরে যতখানি এগিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততর এগিয়ে যাওয়ার সময়টিই মনে হয় গত দুই দশক। ১৯৯৯ সালে যখন চ্যানেল আই যাত্রা শুরু করলো তখন ডিজিটাল স্যাটেলাইট টেলিভিশনই ছিল মানুষের সামনে এক অপার বিস্ময়। গণমাধ্যমকে সঙ্গী করে ব্যক্তি ও সমাজকে বিকশিত করার ভাবনাটি তখন সব সচেতন মানুষের মনেই ছিল। বাংলা গণমাধ্যম হিসেবে চ্যানেল আই গণমানুষের চেতনা, মূল্যবোধ থেকে শুরু করে জীবন-জীবিকার জায়গাটিতেও রাখতে চেয়েছে কল্যাণমুখি ভূমিকা। আর গণমাধ্যম যে মানুষের সবচেয়ে অপরিহার্য সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে উঠবে সূচনালগ্নেই এই উপলব্ধি আমাদের ছিল। অব্যাহত প্রচেষ্টাও ছিল সেদিকেই। যারা এদেশের মানুষের চেতনা বিকাশ ও উন্নয়নের পথ দেখান তারা সবসময় আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। বিশ্বময় কোটি বাঙালির আস্থা, বিশ্বাসযোগ্যতা আর শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার এক অনুপম ক্ষেত্র আমাদের চ্যানেল আই। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের মানুষ একযোগে বলেছিলেন 'আমার চ্যানেল আই'। আজ আরো বৃহৎ ও বিশাল গণ্ডিতে সব বয়সী, সব পেশার, সব শ্রেনীর মানুষের মাঝে ছড়িয়েছে এই বাক্য 'আমার চ্যানেল আই'।

চ্যানেল আই টেলিভিশন শিল্পে অত্যাধুনিক কারিগরী উৎকর্ষে সবসময় হালনাগাদ। দেশের প্রথম ডিজিটাল এই বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলটি সম্প্রচারিত হচ্ছে এইচডি মাণে। চ্যানেল আই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক ও ইউটিউবেও কোটি দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সবসময়। একই সঙ্গে দর্শকের সঙ্গে সেতুবন্ধন ও পারস্পরিক যোগাযোগটাও অনেক বেশি সম্প্রসারিত এখন। সবক্ষেত্রেই চ্যানেল আই এর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া বিশাল পরিবারটির অবদান সবচেয়ে বেশি। পথ চলার শুরুতেই এই পরিবারের প্রথম উচ্চারণ 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' আজও সমান উজ্জ্বলতায় শক্তি ছড়াচ্ছে। আজকের শুভদিনে সবার জন্য শুভকামনা।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ